২৮-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত কারণ এই যজ্ঞ দ্বারা-ই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়, তোমরা হলে এই যজ্ঞের রক্ষক"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা, বাবা বা টিচারকে কখন এবং কিভাবে পরিত্যাগ করে ?

উত্তর :- যখন বাবা অথবা টিচারকে ভুলে যায়, মুরলী মিস করে, পড়ে বা শোনে না তার মানে বাবাকে পরিত্যাগ করে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আমায় কখনও পরিত্যাগ কোরোনা।

প্রশ্নঃ- তোমাদের সত্য জ্ঞান লোকেদের বোঝা কঠিন মনে হয় - কেন ?

উত্তর :- কেননা এই জ্ঞান প্রথা অনুযায়ী প্রচলিত নয়। এখনই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই জ্ঞানের বিষয়ে কেউ জানেই না । এ হল নতুন জ্ঞান তাই বোঝা কঠিন মনে হয় ।

গীত : - তুমিই পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা সহায়ক .....

ওম্ শান্তি। যাঁর সঙ্গে এখন বাচ্চারা যোগ যুক্ত আছে বাইরের মানুষ তাঁর-ই মহিমা গায়ন করে। তোমরা ওঁনার স্মরণে বসে আছ। নিজেকে আত্মা ভেবে দেহ অভিমান ত্যাগ করে একের-ই স্মরণে থাকতে হবে। এখন তোমরা আত্ম অভিমানী হয়েছ। প্রথমে ছিলে দেহ অভিমানী। সত্যযুগে তোমরা বাবাকে জানতে না কারণ সুখে থাকতে তাই বাবার স্মরণ ছিল না। এখানে দুঃখে আছ তাই আহবান করো। গায়নও আছে দুঃখ হর্তা ও সুখ কর্তা। বাস্তবে এইটি হল প্রকৃত হরিদ্বার । মানুষ হরি বলে কৃষ্ণকে , বৈকুন্ঠকে কৃষ্ণের হরিদ্বার বলে। তোমরা জানো যে বাস্তবে হরি কৃষ্ণকে বলা হবেনা। দুঃখ হরণ করেন তিনি তাঁকেই হরি বলা হবে। তোমরা জানো শিববাবা কৃষ্ণের দ্বার অথবা বৈকুন্ঠ , সত্যযুগের দ্বার খুলতে এসেছেন। কেউ গৃহ নির্মাণ করলে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান করে কিনা। সেরকম বাবা এসেছেন হরি দ্বারের প্রবেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত করতে। কৃষ্ণের রাজধানীতে কংস তো থাকেনা। বাবার কাছে আমরা স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা স্বয়ং এসে স্বর্গের স্থাপনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। স্থাপনাকে অনুষ্ঠান বলা হয়। গৃহ নির্মাণে সর্ব প্রথম ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয় তারপর গৃহ নির্মিত হলে প্রবেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সুতরাং বাবা এসেছেন ফাউন্ডেশন তৈরি করতে। ১৯৩৭ সালে ফাউন্ডেশন রচনা করেন , এখন তোমরা স্থাপনা করছ। তোমাদের খুশি এই যে বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে এবং আমরা নতুন দুনিয়ার দিকে যাত্রা করছি। এই পৃথিবীতে স্বর্গ ছিল , এখন পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। প্রত্যেককে এই সুসংবাদ দিচ্ছি। ধর্ম স্থাপককে পয়গম্বর অর্থাৎ মেসেঞ্জার বলা হয়। প্রকৃত সত্য সংবাদ কেবল আমি-ই দিয়ে থাকি। আমি-ই রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করি। বাবা বোঝান আমায় বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত করতে পারবেনা। এইসবই হল ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। ভক্তিমার্গের অনেক সরঞ্জাম আছে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা ভক্তি করে এসেছ। এবারে জ্ঞান শোনো কারণ সত্যযুগে এই জ্ঞান শুনতে পাবেনা। বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন সদগুরু। সত্যযুগে অন্ধকার নেই যার ফলে ভক্তি করতে হয়না। বাবার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করো কারণ ভক্তি থাকবেনা।

তোমরা জানো রাবণ রাজ্য কাকে বলে হয় , রাম রাজ্য কাকে বলে হয়। তোমরা সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত করো কারণ বাবা এসে জাগিয়েছেন। এবারে দেখ দীপাবলী পালন করা হয় , তাতে প্রদীপ কেউ ছোট কেউ বড় তৈরি করে। সুতরাং এই ছোট বড় প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে তাইনা , জ্ঞানের ঘৃত প্রাপ্ত হয় যে। মানুষ মরলে প্রদীপে ঘৃত ঢালা হয় যাতে জীব অন্ধকারে ধাক্কা না খায়। ওইসব হল হদের কথা (দেহ জড়িত কথা), তোমাদের হল বেহদের কথা (আত্মার কথা) । যখন রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় তখন ধাক্কা খাওয়া আরম্ভ হয়। এখন দিন প্রতিদিন বেশী মাত্রায় ধাক্কা খায়। প্রথমে একজনের ভক্তি করত এখনতো মানুষের , ত্রি-সন্ধি স্থলের ভক্তি করে। ভক্তির সরঞ্জাম অনেক , যেমন বৃক্ষের সরঞ্জাম অনেক হয়। বীজ থেকে কত বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয় , ভক্তির ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম। জ্ঞান হল বীজ , এই সৃষ্টি তো অনাদি , অবিনাশী। এর কখনও বিনাশ হয়না। এই সৃষ্টি পরিক্রমা করতেই থাকে। বীজ একটি তাই বৃক্ষও একটি। এমন নয় আকাশ , পাতাল, সূর্য, চন্দ্রমায় দুনিয়া অবস্থিত। বিজ্ঞানবিদ-রা চন্দ্রমায় বাস করার অনুসন্ধান করে। কিন্তু তারা জানেনা যে বিজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের বিনাশ হবে এবং তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করবে। তোমরা বলবে এসবও ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। অন্যরা এইসব কথা বুঝবেনা। রাজত্ব তোমরা প্রাপ্ত করবে কারণ কৃষ্ণপুরী ও ক্রিশ্চান পুরীতে কানেকশন আছে। তারা ভারতবাসী কে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে কৃষ্ণপুরীকে ক্রিশ্চিয়ান পুরী করে দেয়। এবার বাবা বলেন আমাদের হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে , তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে মাখন (কৃষ্ণপুরী) তোমাদের প্রদান করি অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত করি। এরা নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই লড়াই করবে । তারা ভাবে তারা বলবান , তারা বলে তারা বলবান , তারা জিতবে কিন্তু সবচেয়ে বলবান তো তোমরা হয়েছ। জয় তোমাদের হবে। মহাবীর ও মহাবীরাঙ্গনা বলা হয়। বাবা বলেন মায়ার তুফান তো আসবেই কিন্তু কর্মে আসতে দেবেনা। যোগবল দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে এবং বাহুবল দ্বারা বিনাশ। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে , একেই বলা হয় যোগবল। তারপর জ্ঞানবলও বলা হয়। জ্ঞানবল কেন বলে ? কারণ শাস্ত্রে কোনো বল বা শক্তি নেই। তার থেকে কারো মুক্তি জীবনমুক্তি হয়না , তাই সেসব গুলিকে জ্ঞান বলা হয়না। ভক্তির শাস্ত্র বলা হয়। জ্ঞানের কোনো শাস্ত্র হয়না। এখন রামের নামে যেসব বই লেখা আছে বা যেসব শাস্ত্র ইত্যাদি আছে , সব কিছু যুদ্ধের পরে শেষ হয়ে যাবে। মিথ্যা গীতা , সত্য গীতা সবই শেষ হয়ে যাবে কারণ সদগতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সব মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। কোনো কামনা বাকি থাকবেনা। এখন তোমরা ৮৪-র চক্র কে জানো। তোমরা এখন অনন্ত বলবেনা। নাস্তিক বা অনীশ্বরবাদী যারা তারা বলবে অনন্ত (যার অন্ত নেই) । তারা বলে গড ফাদার কিন্তু নাম রূপ দেশ কাল কর্তব্য সম্পর্কে জানেনা। তোমরা তাঁর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা , পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্যকে জেনেছ। মানুষ তো রাবণ কে দহন করে। তোমাদের এখন এইসব দেখে খেলা অনুভব হয়। জন্ম জন্মান্তর তোমরাও রাবণ দহন করেছ। এখন তো রাবনরাজ্যের বিনাশ হবে তারপরেই আসবে দীপোৎসব বা দীপাবলী। সেখানে অতীব আলো, সেটা হল রামরাজ্য। সবাই বলে রামরাজ্য চাই। কিন্তু রামরাজ্যের কথা জানেনা। এখন তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে রাবনরাজ্য পরিবর্তিত হবে রামরাজ্যে। তার আগে তোমরা যাবে রুদ্র মালায়। আর এই যে ইসলামী, বৌদ্ধি আত্মারা আছে , তারা অর্ধকল্প মুক্তিতে থাকবে। যখন আমাদের সত্যযুগের প্রালব্ধ পূর্ণ হবে তখন ভক্তি আরম্ভ হবে। অতঃপর দ্বাপরকে বলা হয় রাবণ রাজ্য কারণ নিজের দেবতা ধর্মকে ভুলে গেছে। এইসব নিশ্চয়ই হবে। বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সব ধর্ম ভ্রষ্ট , কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হলেই এই সব ধর্মের বিনাশ হবে। বলাও হয় অনেক অধর্মের

বিনাশ , এক সত্য ধর্মের স্থাপনা হোক। তোমরা এখানে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করো। যারা ধারণ করবে ও করাবে , তারা-ই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন মুখ্য কথা নিশ্চয়ই ধারণ করো যে আমাদের নিরাকার পিতা পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণ নয়। চিত্রও আছে -- এক দিকে কৃষ্ণের চিত্র , অন্য দিকে শিবের। জিজ্ঞাসা করা উচিত এবারে বলো গীতার ভগবান কে ? নির্ণয় করো তোমাদের বোঝাতে সহজ হবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয় , শিব। তোমরা জানো গীতার জ্ঞান পুনরায় বাবা দিচ্ছেন। গানেও বলা হয়েছে গীতার জ্ঞান পুনশ্চঃ শোনাতে হবে। গানের রচনা তো তোমরা করোনি। গান তো মানুষ তৈরি করেছে , কিন্তু অর্থ জানেনা। তারা বলে গীতার ভগবান গীতা জ্ঞান অশ্ব রথে বসে দিয়েছেন। কৃষ্ণের জন্যে কোনো অশ্ব রথ থোড়াই আসবে। যদি কৃষ্ণ থাকতেন তবে তো তার জন্যে সবচেয়ে ভালো রথের ব্যবস্থা থাকত। বড় বড় বিত্তবান আসতেন। এখানে দেখ নিজের গাড়ি অর্থাৎ শরীর টুকুও নেই। পতিত শরীরে আসি। তিনি গুপ্ত রূপে আছেন কিনা। কৃষ্ণের কথা নেই। যদিও তোমরা ভক্তি মার্গে আমার কত সম্মান করো। সোমনাথের মন্দির তৈরি কর। একটি মন্দির থোড়াই হবে , অনেক মন্দির হবে অনেক গুলি লুটও হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তোমরা জেনেছ। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল। এখানে জ্ঞানও দেওয়া হয় , পড়াশোনাও করানো হয়। জ্ঞান হল মন্মনাভব, যার দ্বারা সদগতি হয়। তারপর মধ্যাজীভবের পড়াশোনা করানো হয়। টিচার ও গুরু-র পার্ট একত্রে চলে। সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তোমাদের পড়ানো হয়।

সত্যিকারের নান হলে তোমরা। কারণ তোমরা একের স্মরণে থাকো। নানদের গলায় ক্রস থাকে। ক্রাইস্টকে স্মরণ করে, তারা বোঝে যে ক্রাইস্ট ছিলেন ভগবানের সন্তান। তোমরা জানো ক্রাইস্ট কোনো ভগবানের সন্তান নয়, ক্রাইস্টের আত্মা ছিল ভগবানের সন্তান। এমন তো আমরা সবাই। বাবা এসে তিনটি ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা হলে উচ্চ মানের শিখর সম ব্রাহ্মণ কারণ তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ বিশ্বের সেবা করো। মানুষদের আত্মার জ্ঞান প্রদান কর । আত্মারা তোমরা বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বা বর্সা প্রাপ্ত কর। প্রকৃত পক্ষে কল্প কল্পের সঙ্গম যুগে বাবা বর্সা দিতে আসেন। শাস্ত্রে তো যুগে যুগে লেখা আছে। কল্প শব্দটি মাঝখান থেকে উদ্ধৃত করেছে। ওঁনার নামই হল পতিত পাবন। তিনি যুগে যুগে এসে কি করবেন । কল্পে একবার এসে পবিত্র করে চলে যান। তাই বাবা বলেন আমায় পরিত্যাগ করবেনা। আজকাল স্ত্রী-রা স্বামীকে পরিত্যাগ করে যদিও হিন্দু নারী স্বামীকে কখনো পরিত্যাগ করত না। তোমাদের মুরলি নিশ্চয়ই শুনতে হবে। মুরলি না শুনলে বাবা টিচারকে ভুলে যাও ,এও তো একরকম পরিত্যাগ হল। তোমাদের অনেক এটেনসন দেওয়া উচিত । এখন ফেল হলে কল্প কল্পান্তর ফেল হবে। অন্তিম সময়ে সবাই জানতে পারবে কে কে কত পড়াশোনা করেছে। সবাই বলে যে শান্তি চাই। অর্থাৎ মুক্তি চায়। বলা হয় দুঃখে সবাই স্মরণ করে .... সুতরাং অর্ধকল্প সুখ ও অর্ধকল্প দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের এই খেলা ভারতেই আছে। তোমরা তো বলবে আমরাই দেবতা, আমরাই ক্ষত্রিয় .... সুতরাং 'সো হম ' অর্থাৎ 'আমরাই সে-ই ' এই কথাটির অর্থ কেউ জানেনা। তাই বাবা বলেন মন্মনাভব , মধ্যাজীভব । নিজে ধারণ করে অন্যকে ধারণ করালে তোমাদের পরম সৌভাগ্য। স্মরনের দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। কোথায় গঙ্গায় স্নান করা , কোথায় যোগে থেকে পবিত্র হওয়া।

বাচ্চাদের এই যজ্ঞের ধনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত কারণ এর দ্বারা-ই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। বাবা হলেন দীন নাথ (গরিব নিবাজ) । গরীবদের প্রতিটি আনা ব্যবহৃত হলে ভারত বিত্তবান

হবে। স্বর্গে হেল্থ, ওয়েলথ, হ্যাপিনেস থাকে। যদি হেল্থ , ওয়েলথ আছে তো হ্যাপিনেসও থাকবে। যদি হেল্থ আছে ওয়েলথ নেই তাহলে হ্যাপিনেস থাকবেনা। সত্যযুগে হেল্থ ওয়েলথ থাকে তাই সদা হ্যাপিও থাকে। সেখানে কখনও কাঁদতে হয়না। সুতরাং তোমরাও এখানে কান্না কাটি করবেনা। কিন্তু মায়ার ঝড় নিস্তেজ করে দেয়। হেল্থ প্রাপ্ত হয় হসপিটাল দ্বারা এবং ওয়েলথ প্রাপ্ত হয় পড়াশোনার দ্বারা। তো দেখো আমার বাচ্চারা কত গরিব। তিন পায়ের পৃথিবীতে হসপিটাল খুলে দেয়। যেখানে সবাই হেল্থ ওয়েলথ প্রাপ্ত করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মায়ার ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে কখনো নিস্তেজ হবেনা। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে।

২) আমাদের নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন, এই নেশায় থাকতে হবে। এই মিথ্যা দুনিয়ায় কোনো রকম কামনা বা ইচ্ছা রাখবেনা।

বরদান :- ডবল লাইট স্থিতি দ্বারা উড়ন্ত কলার অনুভবকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব ।

ব্যাখা: এখন উত্তরণ কলার সময় শেষ, এখন হল উড়ন্ত কলার সময়। উড়ন্ত কলার প্রমাণ হল ডবল লাইট। একটু ভারী হলেই নীচে চলে যাবে। সে নিজের সংস্কারের ভার হোক বা বায়ুমন্ডলের বা কোনো আত্মার সম্বন্ধ সম্পর্কের ভার হোক, যে কোনও ভার বা বোঝা অস্থির করে দেবে তাই কোথাও যেন আসক্তি না থাকে, একটুও যেন কেউ আকৃষ্ট না করে। যখন এমন আকর্ষণ মুক্ত, ডবল লাইটে পরিণত হবে তখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

শ্লোগান - স্নেহের চুম্বক হও তাহলেই নিন্দুকও কাছে এসে স্নেহরূপী পুষ্পের বর্ষা করবে ।